Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

একটি প্রাথমিক ধারণাপত্র

২০১৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের ৭০তম সাধারণ সম্মেলনে সকল সদস্য রাষ্ট্রের সম্মতি ও স্বাক্ষরের মাধ্যমে সূচিত হয় 'টেকসই উন্নয়ন অর্জনে এজেন্ডা ২০৩০'। স্বাক্ষরকারী সকল রাষ্ট্রের জন্য ২০১৬ থেকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত এ এজেন্ডাটি গৃহীত উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার এক প্রতিশ্রুতিপত্র। তাই প্রথম থেকেই বিশ্বব্যাপী এ এজেন্ডা বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা ও বির্তক শুরু হয়ে গেছে। এজেন্ডা ২০৩০-এ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে ১৭টি লক্ষ্য এবং ১৬৯টি অভীষ্ট যা সম্মিলিতভাবে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এসডিজি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

২০১৫ পূর্ববর্তী বৈশ্বিক উন্নয়ন এজেন্ডা অর্থাৎ সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এমডিজি) তুলনায় এসডিজির বিস্তৃতি অনেক ব্যাপক ও গভীর। নতুন এ লক্ষ্যমাত্রাগুলোর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো এগুলো সার্বজনীন (universal), পরস্পর সংশ্লিষ্ট (integrated), রূপান্তরমূখী (transformative) এবং অন্তর্ভূক্তিমূলক (inclusive) – সব মিলিয়ে এজেন্ডা ২০৩০ বেশ উচ্চাকাঙ্ক্ষী বলেই অভিহিত হচ্ছে। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের আলোচনাতে তাই সবচেয়ে প্রথমে আসে এমডিজি বাস্তবায়ন থেকে শিক্ষা গ্রহণের কথাটি। এদিক থেকে দু'টি বিষয় বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ যে দিকগুলোতে এমডিজি বাস্তবায়নকালে যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হয়নি – ক) বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সকল স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা (যেমন জনপ্রতিনিধি, সরকার, ব্যক্তি খাত, নাগরিক সমাজ, জ্ঞান-বলয় (knowledge community) এবং উন্নয়ন সহযোগী) এবং খ) অর্জনের লক্ষ্যমাত্রাগুলোর অগ্রগতি অনুসরণ, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা।

এজেন্ডা ২০৩০ বাস্তবায়নের ব্যাপকতার দিকটি বিবেচনা করলে এটি নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে এ প্রক্রিয়ায় সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সংস্থা এবং নাগরিক সমাজের যথাযথ অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। রূপান্তরমূখী এবং অন্তর্ভূক্তিমূলক এ লক্ষ্যগুলোর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের নাগরিক সমাজের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের উদ্যোগে একটি প্ল্যাটফর্ম গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। **এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ** শীর্ষক এ প্ল্যাটফর্মের মূল লক্ষ্য হবে এসডিজি বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে সরকারের পাশাপাশি সক্রিয় ভূমিকা রাখা এবং এ প্রক্রিয়ার জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

১। যৌক্তিকতা ও লক্ষ্যসমূহ

বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নকালে প্রস্তাবিত এ উদ্যোগটি যেসব ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে সক্রিয় হবে তার মধ্যে রয়েছে:

- বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও মাত্রা পর্যবেক্ষণ করা
- বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জগুলোর বিষয়ে নীতিনির্ধারকদের সচেতন করা যাতে করে এ লক্ষ্যে বিনিয়োগকৃত অর্থের সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব হয়
- বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও সামাজিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা
- এসডিজি বাস্তবায়নকারী সকল প্রতিষ্ঠান ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষের মধ্যে তথ্য বিনিময় সহ সার্বিক সমন্বয় সাধনে সহায়তা করা

এসডিজি অর্জনের সুফল দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর (আদিবাসী, প্রতিবন্ধী ইত্যাদি) কাছে যাতে পৌঁছে তা নিশ্চিত করতেও এ প্ল্যাটফর্ম সক্রিয় হবে। এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেয়া হবে ১৬তম লক্ষ্য বাস্তবায়নের দিকে, যেখানে অন্তর্ভূক্তিমূলক সমাজ, সকল ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা ও সকলের জন্য ন্যায়ানুগ সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে।

২। কর্মপরিধি

প্ল্যাটফর্মের কর্মপরিধির মধ্যে পড়বে:

- বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য লক্ষ্য, অভীষ্ট ও সূচকসমূহের অগ্রগণ্যতা (priority) নির্ধারণ
- এসডিজি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করা
- সরকারি ও বেসরকারি এসডিজি বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহকে প্রয়োজনীয় মন্তব্য ও মতামত প্রদান করা

৩। কার্যপ্রণালী

প্ল্যাটফর্মের আওতায় যে সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে তার মধ্যে রয়েছে:

গবেষণা ও বিশ্লেষণধর্মী কার্যক্রম

- এসডিজিতে নিহিত লক্ষ্যমাত্রা/অভীষ্টগুলোর অগ্রগণ্যতা নির্ধারণে বিশ্লেষণধর্মী মতামত প্রস্তুত করা
- এ লক্ষ্যমাত্রা/অভীষ্টগুলোর জন্য যথাযথ গুণগত ও পরিমাণগত সূচক নির্দিষ্ট করা
- এসডিজি-র লক্ষ্য ও অভীষ্টের সাথে দেশের জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের (সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, খাতভিত্তিক পরিকল্পনা এবং অন্যান্য নীতি) সমন্বয় করা
- এসডিজি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার গৃহীত বিভিন্ন নতুন নীতি, কর্মসূচি বা সংস্কার কার্যক্রমের যথার্থতা ও কার্যকারিতা বিশ্লেষণ এবং সমগ্র প্রক্রিয়াটির পরিবীক্ষণ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা

বিশেষজ্ঞদের নিয়ে সভা

গবেষণাকৃত ফলাফলের যথার্থতা যাচাই করা ও সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের মতামত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সভা আয়োজন।

গণসংলাপ

গণসংলাপের মাধ্যমে গবেষণালব্ধ ফলাফল ও নীতি প্রস্তাবনাগুলো তৃণমূল পর্যায়ে ঢাকা ও ঢাকার বাইরে বিস্তৃত করা। এ ধরনের সংলাপের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে এজেন্ডা ২০৩০ এবং এ এজেন্ডার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত প্রতিশ্রুতিসমূহের বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করা যা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়ন করবে।

নীতি পরামর্শসভা

সরকারি পর্যায়ে নীতি পরামর্শসভা আয়োজন করা এবং নীতি-নির্ধারকদেরকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে প্রচারণা।

মিডিয়া সংশ্লিষ্টতা

সুশীল সমাজের এ উদ্যোগের অধীনে পরিচালিত কার্যক্রমের সাথে মিডিয়াকে কার্যকরভাবে সংশ্লিষ্ট করা।

৪। প্ল্যাটফর্মের কাঠামো এবং অংশীদারিত্ব গঠন

- নাগরিক সমাজের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ নিয়ে গঠিত ৬-৮ সদস্যের একটি কোর গ্রুপ এ প্ল্যাটফর্মের নেতৃত্ব দেবে। কোর গ্রুপের সদস্যরা প্রত্যেকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হবেন, যেমন: গবেষণা, দুর্নীতি, মানবাধিকার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি।
- প্ল্যাটফর্মের কর্মপরিধি বৃদ্ধি ও একে অন্তর্ভূক্তিমূলক করার লক্ষ্যে কোর গ্রুপে ব্যক্তি খাতের উদ্যোক্তাদেরও সদস্য করা হবে।
- সমমনা অন্যান্য সংগঠনকে সহযোগী হিসেবে প্ল্যাটফর্মের কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা হবে।
- প্ল্যাটফর্মের কোর গ্রুপটিকে পরিচালনের জন্য একটি উপদেষ্টা গ্রুপ থাকবে যার সদস্যরা হবেন সুপরিচিত বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ। তাছাড়া ধর্মীয় ও ক্ষুদ্র গোষ্ঠীসমূহের প্রতিনিধিরাও এতে অন্তর্ভূক্ত হবেন।
- যথাযথ পর্যায়ে প্ল্যাটফর্মের একটি মিডিয়া অংশীদারিত্বও গড়ে তোলা হবে।

- কোর গ্রুপ সদস্যদের মধ্য থেকে একজনকে আহ্বায়ক হিসেবে নির্বাচিত করা হবে যিনি প্ল্যাটফর্মের উদ্দেশ্যকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবার ব্যাপারে নেতৃত্বশীল ভূমিকা রাখবেন। অন্যান্য সদস্যরাও নির্দিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নের দায়িত্ব নেবেন।
- সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) এ প্ল্যাটফর্মের সচিবালয় হিসেবে কাজ করবে।

৫। প্ল্যাটফর্মের মেয়াদ

প্রাথমিকভাবে প্রস্তাবিত প্ল্যাটফর্মটি পাঁচ বছরের জন্য এর কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করবে।

৬। প্ল্যাটফর্মের অর্থায়ন

মূলত কোর গ্রুপ ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ প্ল্যাটফর্মের বিভিন্ন কার্যক্রম আয়োজনে আর্থিক ও সাংগঠনিক সহায়তা প্রদান করবে। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন উৎস থেকেও অর্থ আহরণের চেষ্টা গ্রহণ করা হবে। প্ল্যাটফর্মের গৃহীত নির্দিষ্ট কিছু কর্মকাণ্ডের জন্য ইতিমধ্যে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসুচি (ইউএনডিপি)-এর সহযোগিতার আশ্বাস পাওয়া গেছে।

৭। প্রাথমিক কর্মকাণ্ড

প্ল্যাটফর্মের কার্যক্রম সম্পাদনের ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে যেসব কর্মকাণ্ড গ্রহণ করা হবে তার মধ্যে থাকবে:

- এসডিজি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট মূল মূল প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের (প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পরিকল্পনা কমিশন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়) সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা এবং তাদের এ উদ্যোগের বিষয়ে বিস্তারিত অবহিত করা। পরবর্তীতে উদ্যোগের কোর সদস্যবৃন্দ সংশ্লিষ্ট নীতি-নির্ধারকদের সাথে সাক্ষাত করবেন।
- এসডিজি বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত সম্ভাব্য সমমনা বেসরকারি সংস্থাসমূহ চিহ্নিত করে নাগরিক প্ল্যাটফর্মে সহযোগী হিসেবে যোগদানের আমন্ত্রণ জানানো এবং একই সাথে উদ্যোগ সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত করার লক্ষ্যে তাদের সাথে সভার আয়োজন করা।
- আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের স্থানীয় পরামর্শক গ্রুপের সাথেও একটি সভা আয়োজন করে এ উদ্যোগটির কার্যক্রমের বিষয়ে অবহিত করা হবে।
- একটি প্রেস ব্রিফিং আয়োজনের মাধ্যমে এ প্ল্যাটফর্মের পরিচিতি এবং এর যৌক্তিকতা ও উদ্দেশ্যাবলী বৃহত্তর পরিসরে উপস্থাপন করা হবে।